বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সহজপাঠ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সহজপাঠ

ভূমিকা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির জন্ম হয়েছিল ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর।

বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দলের আদর্শিক ভিত্তি হচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ যা সর্বজনবিদিত এবং প্রশংসিত। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমালোচক অ্যান্থনী মাসকারেনহাস পর্যন্ত তার বইতে লিখে গেছেন জিয়া যেভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে দেখতে পেরেছিলেন, তা অন্য কেউ পারেনি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে বাংলাদেশের একটা বড় অংশের বুদ্ধিজীবীরা, কেউ তাদের ব্রিটিশ আমল-পাকিস্তান আমলের পুরনো ধ্যান-ধারণা থেকে বের না পেরে, কেউবা স্রেফ শঠতার আশ্রয় নিয়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে স্বীকৃতি দিতে চান না। তারা প্রচার করে বেড়ান যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নাকি একটি আদর্শহীন দল।

তাদের এই প্রচারণায় দেশের তরুণ প্রজন্ম যারা ১৯৭১ দেখেনি, যারা ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ দেখেনি, যারা ১৯৭৯-৮২ দেখেনি, যারা স্বৈরাচারবিরোধী লড়াই দেখেনি, তারা অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং পড়ছে। মূলত এই বিভ্রান্তি নিরসনই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের শেকড়

‘তোমহারা নাম কিয়া?’

‘কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন।’

‘বোলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ’।

‘না আমি পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলব না। আমার এক দফা, বাংলাদেশ স্বাধীন চাই। একদফা জিন্দাবাদ’।

এটি ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখাদের অন্যতম প্রধান পুরুষ লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের জীবনের শেষ মূহুর্তের কথোপকথন। একদফা জিন্দাবাদ বলার সাথে সাথে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্যরা। তখন কেবল ২৬ মার্চ ভোর।

এখানে উল্লেখ্য, পঁচিশে মার্চের কালরাতে কিংবা ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে আওয়ামী লীগের কোন প্রথম সারির নেতা, এমনকি ছাত্রলীগেরও কোন প্রথম সারির নেতা শহীদ হননি, এমনকি আহতও হননি। একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমান বাদে তাঁরা কেউ তাঁদের বাড়িতে ছিলেন না, ছাত্রলীগের কোন শীর্ষ নেতা তাঁদের “ঘাঁটি” হিসেবে পরিচিত ইকবাল হল (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) এবং জগন্নাথ হলে ছিলেন না।

অন্যদিকে একটি রাজনৈতিক শক্তির প্রধান নেতা শহীদ হোন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর প্রথম পর্যায়েই, যার নাম লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। তাঁর মৃতদেহটা পাকিস্তানি জেনারেল টিক্কা খানের সামনে উপস্থাপন করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। বুদ্ধিজীবীদের মতে যেখানে আওয়ামী লীগই কিনা ছিল পাকিস্তানিদের প্রধান শত্রু, সেখানে কেন মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরেই লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন পাকিস্তানিদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলেন?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের মধ্যেই আছে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের শেকড়।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ কোন উড়ে এসে জুড়ে বসা আদর্শ নয়। বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতারও আগে থেকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের শেকড় প্রোথিত হয়েছিল।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান লিখেছেন,

> *১৯৭১ সালে যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারা চলে আসছে তারও বহু আগে থেকে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ইতিহাস বহুদিনের কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস অল্পদিনের। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ পূর্ণরূপ ধারণ করে এবং একটি প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আরো শক্তিশালী হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করেছিল।*[১]

শহীদ জিয়ার এই বক্তব্যের কিছুটা আঁচ মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর বিভিন্ন বক্তব্যে পাওয়া গেলেও উপরে উল্লিখিত শহীদ লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন পাকিস্তান এবং ভারতের প্রভাবমুক্ত বাংলাদেশ অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদের একটা প্রাথমিক রাজনৈতিক রূপ দিয়েছিলেন। লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের স্ত্রী কোহিনূর হোসেনের ভাষ্যমতে,

> *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বেরিয়ে এসে মোয়াজ্জেম বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর ৩২ নম্বরের বাসায় কয়েক দফা বৈঠক করেছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁকে আওয়ামী লীগে যোগ দিতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে নতুন দল করলেন। প্রথমে এর নাম রাখলেন লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি। পরে জাতীয়তাবাদী দল। তিনি মনে করতেন লাহোর প্রস্তাবে এক পাকিস্তানের কথা নেই। ফলে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করতেই হবে।*[২]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের এই ধারণা শুধু শহীদ জিয়াই নন, তৎকালীন বাঙালি দেশপ্রেমিক সামরিক কর্মকর্তা এবং ছাত্র-জনতার মধ্যেও প্রতিফলিত হত।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে, আওয়ামী লীগের অংশ হয়ে কি লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম এই দাবী আদায় করতে চাইলেন না? আওয়ামী লীগ কি এই একই দাবী তোলে নি?

ইতিহাস বলে, শহীদ কমান্ডার মোয়াজ্জেম আওয়ামী লীগে যোগ দেননি কারণ তিনি স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোন সমাধানে বিশ্বাসী ছিলেন না।

অপরপক্ষে, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগে তখনও স্বাধীনতার চেয়ে স্বায়ত্তশাসনই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছিল। তাঁরা তখনও তাদের আন্দোলনকে মুক্তির সংগ্রামে রূপ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

জাহানারা ইমামের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়,

> *ডা. খালেকের বাসায় দেখা হল তার শ্যালিকা মদিরা ও তার স্বামী নেভির অবসরপ্রাপ্ত কমান্ডার মোয়াজ্জেমের সঙ্গে। নেভি থেকে অবসর নেয়ার পর মোয়াজ্জেম একটা রাজনৈতিক দল গঠন করেন দু'বছর আগে। নামটা বেশ বড়, 'লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি'। মোয়াজ্জেমের সঙ্গে যখনই দেখা হয়, তিনি হেসে হেসে বলেন, 'শেখ সাহেবের ছয় দফা, আমার কিন্তু এক দফা। তা হল- পূর্ববাংলার স্বাধীনতা।*[৩]

অর্থাৎ লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে উপমহাদেশে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারত ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানের বলয়ের বাইরে একটি জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ব বাংলার একটি স্বতন্ত্র অবস্থানই ছিল শহীদ কমান্ডার মোয়াজ্জেমের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল কথা।

এই ধারণাটাই হচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের শেকড়। স্বাধীন বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার ভিত্তিতে একটা শক্তিশালী সামগ্রিক জাতীয়বাদই হচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল চেতনা।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং খোদ টিক্কা খানও জানতো যে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকৃত শক্তি কারা ধারণ করে। তাই লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হন তাদের প্রথম টার্গেটদের একজন। অন্যদিকে শহীদ জিয়াকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২৫শে মার্চ পাঠানো হয়েছিল চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে। পাকিস্তানি সেনাদের মূল ভয় ছিল এই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকেই।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বাধীনচেতা বাংলাদেশী নাগরিকদের চিন্তাধারাকে একটি বাস্তব আদর্শে রূপ দেন। এই আদর্শই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ।

জাতীয়তাবাদের উৎস

জাতীয়তাবাদ কী এই সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন ব্যাখা দিয়েছেন।

অষ্টাদশ শতকের ইউরোপ ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উর্বর ভূমি যার রেশ বিংশ শতাব্দী পর্যন্তও বেশ জোরেশোরে বলবৎ ছিল। সেযুগে ইউরোপে যে ধরনের জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য দেখা যায় তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদ, জাতি-রাষ্ট্র ভিত্তিক জাতীয়বাদ, প্রান্তিক জাতীয়তাবাদ এবং সংখ্যালঘুর জাতীয়তাবাদ।

উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদের ধারণার আগমনের সাথে ইউরোপের যোগসাজশ আছে। উপমহাদেশ প্রায় দুইশ বছর ছিল ব্রিটিশদের কলোনি। সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রভৃতিকে ধরা হয়ে থাকে উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদের উৎস হিসেবে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ মূলত দেশপ্রেম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি জাতি-রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাবাদ।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মৌলিক দিকটি নিয়ে আলোচনা করা আগে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ এবং স্বাধীনতার পূর্ববর্তী অনেক ধারণা বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সাথে সাথে নতুন রূপ পেয়েছিল যা অনেক রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী যারা যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিলেন অনেকক্ষেত্রে তাঁদের ধারণার বাইরে ছিল।

শহীদ জিয়া স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দুটো অবশ্য করণীয় সম্পর্কে বলেছেনঃ (১) স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় রাখা, এবং (২) স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলা।

শহীদ জিয়ার মতে স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় রাখা এবং স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার দর্শনই হচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল আলোচনায় প্রবেশ করার আগে কিছু বিষয় সম্পর্কে জেনে নেয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ভৌগলিকভাবে তিন দিক থেকে ভারত দ্বারা বেষ্টিত একটি দেশ, যার দক্ষিণে আছে বঙ্গোপসাগর। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশীরা শোষিত হয়েছে পাকিস্তানিদের হাতে। স্বাধীনতা অর্জনের পর আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী, সম্প্রসারণবাদী এবং নয়া-উপনিবেশবাদী কিছু শক্তি নানা পদক্ষেপ নেয় এবং চাপ প্রয়োগ করে। ফারাক্কায় বাঁধ, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অস্থীতিশীলতা সৃষ্টি, রোহিঙ্গাদের উপর নিপীড়ন করে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেয়াসহ এমন বহু উদাহরণ আমরা দেখি, যা বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের প্রতি অনেকক্ষেত্রেই হুমকিস্বরূপ।

পাশাপাশি, আমাদের দেশের অনেক রাজনৈতিক শক্তিসমূহ বিভিন্নভাবে 'আমদানীকৃত' জাতীয়তাবাদ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। এই আমদানীকৃত জাতীয়তাবাদগুলো বহু আগেই বাতিল হয়ে গেছে এবং মূলত সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া-উপনিবেশবাদীদের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করে আসছে।

অন্যদিকে দেখা যায়, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম এবং ভাষার একটি ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এই দুইটি প্রভাবককে ব্যবহার করে অতীতে এবং বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করেছে।

এই প্রসঙ্গে শহীদ জিয়া বলেন,

> *মুসলিম লীগ, আইডিএল, জামায়াত - তারা ধর্মকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদের চেতনা আনবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমাদের ইসলাম ধর্মের কোরআন মজীদে লেখা রয়েছে- "লা তাশতারু বেআহদিল্লাহে সামানান কালীলান"- যার অর্থ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকারকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না। কিন্তু তারা ধর্মকে বিক্রি করছে।*
>
> *কিন্তু এখন দুইটা জিনিস চিন্তা করতে হবে, ১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে গেল। তখন যদিও পশ্চিম বাংলার লোকেরা বাংলা বলত আমরা বাংলা বলতাম, এখনও বলছি। কিন্তু আমরা এক হয়ে থাকতে পারি নাই। তাই সেই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ইতোমধ্যেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। এবং ইতিহাসে পেছনে ফিরে যাওয়া যায় না। তাই আজকে বাকশালী, কমিউনিস্ট পার্টি যে বাঙালী জাতীয়তাবাদের কথা বলছে, সেটা হতে পারে না। আমরা পুরনো দিনে ফিরে যেতে পারি না।*
>
> *আবার ১৯৪৭ সালে ধর্মকে ভিত্তি করে মূলত পাকিস্তান হলো। কিন্তু তাদের সেই নয়া কিসিমের উপনিবেশবাদ চলতে থাকলো এবং ধর্মকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান টিকে থাকতে পারলো না। তাই আমরা আবার পুরনো দিনে ফিরে যেতে পারি না। তাই এই যে জামায়াত, মুসলিম লীগ, আইডিএল এরা যে ধর্মকে কেন্দ্র করে রাজনীতি করবার চেষ্টা করছে সেটা বাস্তবায়িত হতে পারে না।*

এই যে আত্মপরিচয় এবং জাতীয়তাবাদের একটা সংকট দেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলো নিজেদের ফায়দা হাসিলে তৈরি করেছিল তা এখনো সমাজে বিদ্যমান।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ শুধু বাংলা ভাষা-ভাষীদের দেশ নয়। এই দেশে আছে বহু আদিবাসীর বাস যাদের ভাষা বাংলা নয়। যদিও শেখ মুজিবুর রহমান তাদেরকে বাঙালি হয়ে যাওয়ার অবাস্তব 'আদেশ' দিয়েছিলেন, তারা বাঙালি নন। বাঙালী জাতীয়বাদ এই আদিবাসী এবং ভিন্নভাষী অন্য যে কোন বাংলাদেশী নাগরিককে সুরক্ষা দিতে পারে না।

একই সমস্যা দেখা যায় ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও, কারণ বাংলাদেশের সকল নাগরিকই ইসলাম ধর্মের অনুসারী নন।

সম্প্রতি পরিচালিত একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার জরিপে আমরা দেখি, বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে দেখা যায়- ৫৬% নিজেদের বাংলাদেশী, ২০% নিজেদের ধর্মীয় পরিচয়, ১৪% নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ১০% নিজেদের পেশাগত পরিচয়কে পরিচয় প্রকাশে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এই যে জাতি ও রাষ্ট্রের আত্মপরিচয়ের একটা সংকট, এই সংকটের সমাধানের জন্য প্রয়োজন এমন একটি জাতীয়তাবাদ যা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে সুরক্ষা দিবে।

সার্বিক জাতীয়তাবাদ

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণাকারী পদস্থ বাঙালি সামরিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম নিয়মিত ব্রিগেড জেড ফোর্সের প্রতিষ্ঠাতা এবং এমন একজন মুক্তিযোদ্ধা যিনি মুক্তিযুদ্ধকে অন্তর থেকে লালন করতেন।

শহীদ জিয়া স্বাধীন বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে একটি স্বতন্ত্র জাতি-রাষ্ট্র ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথম চিন্তা করেন এবং সকল জাতি, ভাষা, ধর্মকে সুরক্ষা দেয় এমন একটি জাতীয়তাবাদের ধারণা সামনে আনেন, যার নাম দেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ।

তিনি বলেন,

> *১৯৭১ সালে আমি কোন রাজনীতিবিদ ছিলাম না। ১৯৭১ সালে আমরা যে যুদ্ধ করলাম, কোন ক্ষমতার লোভে করি নাই। আমরা টাকা-পয়সার লোভ করি নাই। ... কিন্তু বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের যে চেতনা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শ যার আদর্শ আমি ছোটবেলা থেকেই পেয়েছিলাম। আমি দেখলাম যে বাংলাদেশকে কীভাবে শোষণ করা হচ্ছিল এবং হচ্ছে। সেই সময় ১৯৭১ সালের আগে বর্তমানের বাংলাদেশকে কীভাবে শোষণ করা হয়েছে। কলকাতা কেন্দ্রিক শোষণ, দিল্লী কেন্দ্রিক শোষণ, লন্ডন কেন্দ্রিক শোষণ এবং অন্যান্য কেন্দ্রিক শোষণ। তার কারণ ছিল এই যে আমাদের মধ্যে এই ভাবধারাটা সম্পূর্ণ বিকাশ করতে পারেনি, যে পর্যায়ে এটাকে একটা স্বাধীনতা হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।*
>
> *আপনারা যদি ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখেন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী চেতনা কিন্তু আজকের সময়, শত শত বছর আগেকার। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এগুলোর প্রমাণ পাবেন বিভিন্নভাবে এবং এটা গড়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছে। একটা জাতীয় সত্তা গড়ে উঠতে শত শত বছর লাগে।*

শহীদ জিয়া তাই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে চিহ্নিত করেছেন ‘সার্বিক জাতীয়তাবাদ’ হিসেবে। তিনি বলেন,

> *বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মধ্যে রয়েছে রেস (জাতি), ভাষা, ধর্ম, অঞ্চল, অর্থনীতি, সংস্কৃতিক যুদ্ধ-সেই জন্য আমরা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে বলি সার্বিক জাতীয়তাবাদ।*

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি সম্পর্কে শহীদ জিয়া বলেন,

> *সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে জাতীয়তাবাদ সেই ফ্যাক্টরটি আমাদের মধ্যে রয়েছে। সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে জাতীয়তাবাদ এবং সর্বোপরি যে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয় যুদ্ধের মাধ্যমে, চরম সংগ্রামের মাধ্যমে, সেইটাকে কেউই বিনষ্ট করতে পারে না। আমাদের জাতীয়তাবাদ অনেকদিনের পুরানা এবং সেটা একটা পূর্ণরূপ নিল ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে।*

মনে রাখা দরকার আমেরিকার স্বাধীনতার লড়াইয়ে যারা অংশ নিয়েছিল তাদের সবাই সেখানকার প্রাচীন অধিবাসী ছিলেন না এবং তারা প্রায় সবাই কথা বলতেন ইংরেজি ভাষায়। আমেরিকার জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির মাধ্যমে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। ইংরেজি ভাষায় কথা বললেও, তারা কিন্তু নিজেদের ইংরেজ হিসেবে নয়, জাতি-রাষ্ট্রের ভিত্তিতে আমেরিকান হিসেবেই পরিচিত করেছে।

সেই থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মূলনীতি ও দর্শন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন ব্যাখা করতে গিয়ে শহীদ জিয়া আরও বলেন,

> *আমাদের দর্শন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, আমাদের স্বপ্ন শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম করতে হলে আমাদের দিতে হবে সমগ্র স্বাধীনতা। সেই সমগ্র স্বাধীনতা যার মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা- যেটাকে বাস্তবায়িত করতে হবে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।*

অর্থাৎ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য হচ্ছে জাতিকে সামগ্রিকভাবে স্বাধীনতার সুফল এনে দেয়া যার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা। এই সামগ্রিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন বহুদলীয় গণতন্ত্র।

উপসংহার

বাংলাদেশী জাতীয়বাদই বাংলাদেশীদের পরিচয়ের বাহক, মুক্তির প্রথম ধাপ। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশকে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় এনে দিয়েছে যা অন্য কোন জাতীয়তাবাদ পারেনি।

আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের স্বাধীনতা কারো দয়ার দান নয়, আমাদের অর্জন। ১৯৭১ সাল আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় যা অর্জিত হয়েছিল বাংলাদেশের মানুষের বাংলাদেশী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই, বাঙালি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে নয়। তাই কোন আমদানী করা জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মূলনীতি নয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মূলনীতি সেই জাতীয়তাবাদ যেটি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং প্রত্যেক নাগরিকের অধিকারের স্বীকৃতি দেয়।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

তথ্যসূত্র

১) রহমান, জিয়াউর. (২০১৯). আমার রাজনীতির রূপরেখা. জাতীয়তাবাদী প্রকাশনা সংস্থা. আইএসবিএন 9789849010999

২) হোসেন, সোহরাব. (২০১৯). "দেশের জন্য সব হারালাম, কী পেলাম?" প্রথম আলো. https://www.prothomalo.com/opinion/column/'দেশের-জন্য-সব-হারালাম-কী-পেলাম'

৩) যুগান্তর. (২০১৯). উড়ল বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত পতাকা. যুগান্তর. https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/158158/উড়ল-বাংলাদেশের-মানচিত্রখচিত-পতাকা